দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-২০

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ঃ) 'সমান্তরাল বিশ্বের গল্প'

[অবশেষে কৌশিক তার নিজস্ব বিশ্বের ডানদিকে অবস্থিত পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ তিন হাজার সাতশ' চারতম সমান্তরাল বিশ্বে গিয়ে পৌঁছালো। বাস্তবিকভাবে তো নয়-ই, এমনকি তত্ত্বীয়ভাবেও এটা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু কৌশিক উদকূট্ গণিতের অনাকাংখিত ব্যবস্থাপনার আলোকে এই ধরণের সমান্তরাল বিশ্বান্তর ভ্রমণের একটা উপায় খুঁজে পেয়েছিলো। উনিশশ' ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসের দশ তারিখে যখন কৌশিক উপরোক্ত সমান্তরাল বিশ্বে গিয়ে হাজির হলো, তখন সে দেখতে পেলো যে, তার দুই শ' মিটার সামনে দিয়ে এক খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদী থেকে জল ভরার পর কলসী কাঁখে ফিরে যাচ্ছিলো ককেশীয় চেহারার এক শ্বেতাংগিনী মেয়ে। অবাক কান্ড হলোঃ ওর পরণে ছিলো ডুরে শাড়ী। কৌশিককে দেখে টোল খাওয়া গালের সেই সুন্দরী মেয়েটি গ্রামবাংলার লজ্জাবতী মেয়ের মত শাড়ীর আঁচল টেনে তার মুখমন্ডলকে আড়াল ক'রে থম্‌কে দাঁড়ালো। ওর সাথে কথা বলার মত অজুহাত কৌশিকের ছিলোই। তাই সে লজ্জাবতীর উদ্দেশ্যে মুখ খুললো।]

কৌশিকঃ বড্ডো তৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল পেতে পারি কি?

মেয়েটিঃ ঐ তো সামনেই নদী। যান না একটু হেঁটে। নদীতে এত জল থাকতে আমার কাছে চাইছেন কেন?

[কৌশিক টের পেলোঃ লজ্জাবতী হলেও ঝাঁঝ রয়েছে গলায়। নিশ্চয় গেছো ধরণের মেয়ে।]

কৌশিকঃ খুব-ই অবসন্ন আমি গো! পা আর একটুও চলছে না।

[কৌশিক আসলেই অবসন্ন ও তৃষ্ণার্ত ছিলো।]

মেয়েটিঃ এ আপনার এক খোঁড়া অজুহাত। আমার সাথে কথা বলার ছুতো। আচ্ছা বেহায়া লোক তো আপনি! কুমারী মেয়ের সাথে কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না?

কৌশিকঃ ও...., তুমি কুমারী?

মেয়েটিঃ কেন, আমায় দেখে বুঝতে পারছেন না? (একটু ইতস্ততঃ করার পর) যদিও আমি কখনও চোখে দেখিনি, তবে লোকমুখে শুনেছি যে, পশ্চিমের বাদামী রং-এর মানুষেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে খুব উন্নত হলেও তারা ভীষণ বে-শরম। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে। আর আপনি তো পশ্চিম থেকেই এসেছেন, তাই না?

কৌশিকঃ (করুণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে) তোমার ধারণা ঠিক নয়। এ-ব্যাপারে পরে বলছি। তার আগে শোনো মেয়ে, আমি আসলেই বিধ্বস্ত। যে কোনো মুহূর্তে মাটিতে পড়ে যেতে পারি।

মেয়েটিঃ (দ্বিধান্বিতভাবে) কিন্তু.....!

কৌশিকঃ তোমার অসুবিধাটা কোথায়? মা-বাবা বকবে? নাকি লোকনিন্দার ভয় করছো?

মেয়েটিঃ লোকনিন্দার প্রশ্নই ওঠে না। আমি এই এলাকার রাজকুমারী। আমার আবার লোকনিন্দার ভয় কি? আর মা-বাবাও বকবেন না। আসলে

এটা আমাদের একটা প্রথা যে, কুমারী মেয়েদের সাথে কোনো পরপুরুষ কথা বলে না। (সামান্য বিরতির পর) কিন্তু এ-সব কি আপনার জানা নেই? আপনি কোন্ দেশের মানুষ?

কৌশিকঃ আমি আসলে ভিন্ন এক সমান্তরাল বিশ্বের মানুষ।

মেয়েটিঃ এখানে এলেন কিভাবে?

কৌশিকঃ সেটা পরে বলবো। আমি বড়োই ক্লান্ত। আগে একটু জল দাও।

[মেয়েটি কৌশিকের দিকে এগিয়ে এলো। কৌশিক তার দু'হাতের আঁজলা মেলে ধরলো। রাজকুমারী তার কলসী কাত ক'রে কৌশিকের আঁজলাতে আস্তে আস্তে জল ঢালতে থাকলো। কৌশিক এক লহমায় প্রায় দুই লিটার নদীর জল পান ক'রে ফেললো।]

কৌশিকঃ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাজকুমারী। তোমার নামটা কি যেন?

রাজকুমারীঃ আমার নাম শান্দ্রা।

কৌশিকঃ আমি কৌশিক।..... তো শান্দ্রা, তুমি তো রাজকুমারী। কিন্তু তোমার আর সব সহচরীরা কোথায়? আর সামান্য জল ভরার জন্য কাজের কোনো লোক নেই নাকি তোমাদের রাজপ্রাসাদে?

শান্দ্রাঃ আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, আপনি একেবারে অন্য এক জগৎ থেকে এসেছেন। আমাদের নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে আপনার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। আসলে আমার বাবা এখানকার রাজা হলেও আমাদের কোনো রাজপ্রাসাদ নেই। আর কাজের লোক থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। সব কাজ আমরা নিজের হাতেই করি।

কৌশিকঃ তোমাদের রাজ্যটা কত বড়ো?

শান্দ্রাঃ আড়াই বর্গ মাইল জুড়ে আমাদের রাজত্ব। মোট সাতশ' তেইশজন মানুষ আমাদের এই রাজ্যে। .....আপনি কিন্তু এখনো আমাকে বলেন নি আপনি কিভাবে এবং কেন আমাদের এখানে এসেছেন।

কৌশিকঃ কিভাবে এসেছি, তা পরে বলবো। আর যে জন্য এসেছি, তা হচ্ছে.....

[শান্দ্রা জিজ্ঞাসু নয়নে কৌশিকের দিকে চেয়ে থাকলো। কৌশিক আবার মুখ খুললো।]

কৌশিকঃ ইয়ে, ...আমি আসলে আমাদের বিশ্ব থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

শান্দ্রাঃ কেন? আপনাদের বিশ্বে কি ঘটেছে?

কৌশিকঃ না, তেমন খারাপ কিছু ঘটেনি। তবে ওখানে আমার একদম ভালো লাগে না। আমাদের মানুষজন সবাই কেমন যেন হোয়ে পড়ছে। আমরা আস্তে আস্তে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়ছি। (এবারে

সরাসরি শান্দ্রার দিকে তাকিয়ে) আর তা ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে আমাদের বিশ্বটাও শিগ্রী ধ্বংস হোয়ে যাবে। তাই আমি একটা শান্তিপূর্ণ বিশ্ব খুঁজে বেড়াচ্ছি।

[রাজকুমারী শান্দ্রা স্তব্ধ বিস্ময়ে কৌশিকের কথা শুনছিলো। কৌশিকের কথা শেষ হলে ধীর পায়ে আবার সে নদীর ঘাটের দিকে ফিরে চললো নতুন ক'রে কলসী ভরার জন্য। কৌশিক তার সংগে চলতে থাকলো। ততক্ষণে কৌশিকের সাথে শান্দ্রার আরও কিছু কথা হলো। এরপর তারা দু'জন যখন শান্দ্রাদের বাসার দিকে ফিরে চললো, তখন শান্দ্রা কৌশিককে আশ্বস্ত করছিলো।]

শান্দ্রাঃ আমার বাবা খুব-ই দয়ালু একজন মানুষ। আমি নিশ্চিত যে, উনি আপনাকে আমাদের রাজ্যে আশ্রয় দেবেন। আমিও তাঁকে বোঝাবো।

কৌশিকঃ (কৃতজ্ঞকণ্ঠে) তোমাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ রাজকুমারী শান্দ্রা!

[ঠিক তিনদিন পরে শান্দ্রাদের বাসার পেছনের সুন্দর বাগানটায় দু'জনের মধ্যে কথা হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে শান্দ্রা কৌশিককে 'তুমি' ক'রে বলতে শুরু করেছিলো। শান্দ্রাদের রাজ্যে কৌশিকের থাকার অনুমতিও জুটে গিয়েছিলো।]

কৌশিকঃ আচ্ছা শান্দ্রা, তোমাদের বিশ্বের সব রাজ্যগুলো এত ছোটো ছোটো কেন? আর মানুষ এত অল্পজনের সাথে মেলামেশা করে কেন?

শান্দ্রাঃ এই প্রশ্নের উত্তর তো তোমার জানার কথা কৌশিক!

কৌশিকঃ না, আমার ঠিক জানা নেই।

শান্দ্রাঃ কিন্তু একটা জিনিস তো তোমার জানা আছে। আর তা হলোঃ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হোয়েছে যে, সে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, তার মেলামেশার গন্ডী আর কাজ-কর্মের পরিধির একটা সীমা থাকা দরকার। তা না হলে তার আচরণে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিবে, তার মনের শান্তি দূর হোয়ে যাবে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটবে, পুরো সামাজিক কাঠামোটাই নড়বড়ে হোয়ে যাবে। আমার মনে হয় যে, তোমাদের বিশ্বে সেটাই ঘটেছে।..... আমরা এ-ব্যাপারে খুব-ই সচেতন। আমরা সবচেয়ে ভালোবাসি শান্তি ও সম্প্রীতি। আশা করি, তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছ।

[কৌশিক নিরুত্তর বসে থাকলো। শান্দ্রা আবার বলতে আরম্ভ করলো।]

শান্দ্রাঃ যাই বলো না কেন, তুমি কিন্তু একজন স্বার্থপর মানুষ। নিজ বিশ্বের মানুষকে বিপদে ফেলে এখানে পালিয়ে এসেছো।..... তো এখন বলো, অন্যান্য সমান্তরাল বিশ্বগুলোতে তোমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে।

কৌশিকঃ আসলে 'ভ্রমণের' না বলে 'গমনের' অভিজ্ঞতা বলাই ভালো। ভ্রমণ আমি তেমন করিনি।

শান্দ্রাঃ ঠিক আছে, তোমার গমনের অভিজ্ঞতাই এবারে একটু শোনাও আমাকে।

কৌশিকঃ বলছি, শোনো। (একটু ভেবে নিয়ে) আমাদের বিশ্বের ঠিক ডান দিকের এক নম্বর সমান্তরাল বিশ্বে গিয়ে দেখি যে, আমাদের বাসাটার পাশের সেই আমগাছটা নেই এবং আদৌ কখনও ছিলোও না। আমগাছটা ছিলো আমার বড়ো প্রিয়। তাই সেই বিশ্বে থাকার সিদ্ধান্ত আমি ত্যাগ করি। আর তা ছাড়া, সেই বিশ্বে অবস্থিত অপর 'আমি'-র সাথে বোঝাপড়ার ঝামেলাও ছিলো। .....তোমাকে তো বলেছি যে,

বাংলাদেশ নামের দেশটিতে আমার জন্ম, যেখানে স্বাধীনতার জন্য এক ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হোয়েছিলো এবং সেই যুদ্ধের সময় আমার মা-বাবা দু'জনকেই আমি হারিয়েছিলাম। মজার ব্যাপার হলোঃ আমাদের বিশ্বের ডান দিকের বায়ান্নতম সমান্তরাল বিশ্বে গিয়ে দেখি যে, বাংলাদেশ পরাধীন-ই রয়ে গেছে। কিন্তু সেই বিশ্বে আমার মা-বাবা আরও আগে, অর্থাৎ আমার ছোটোবেলাতেই মারা গেছেন এক সড়ক দূর্ঘটনায়। সুতরাং সেখানে থাকতেও আমার ইচ্ছে করেনি। পাঁচশ' তেরতম সমান্তরাল বিশ্বে গিয়ে দেখলাম যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশে চীনা চেহারার সব মানুষ বসবাস করছে। তারা সবাই খুব ব্যস্ত এবং প্রাণহীন গোছের। সেখান থেকে এরপর গেলাম.....

[একটু থামলো কৌশিক। তার চোখের কোণে অশ্রু চিক্‌চিক্ করছিলো।]

কৌশিকঃ সমান্তরাল বিশ্বভ্রমণের কথা শোনাতে যতটা ভালো লাগবে ভেবেছিলাম, ঠিক তা নয় শান্দ্রা। কেন যেন শুধুই কান্না পাচ্ছে আমার। আমি কথা দিচ্ছিঃ কালকে আমি তোমাকে আরও অভিজ্ঞতার কথা শোনাবো। আমার মনে হয়, আমার আরও একটু মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন।

শান্দ্রাঃ সেই-ই ভালো।

[কল্পিত আলাপন]

(ঁ) 'আঁকিবুকি'

[এটি কোনো পরিপূর্ণ আলাপন নয়। তবে আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আলাপনের টুকরো টুকরো অংশ জোড়া দিয়ে এটিকে একটি ছন্দোবদ্ধ রূপ দেওয়া হোয়েছে।]

প্যাট্রিস্‌ঃ হাবু হারামীটা, চায়ে চিনি দিবি কম!
ইদরিস্‌ঃ ভালো লাগে না মা রোজ শুধু সেদ্ধ গম!
মাম্মিঃ টিনা, এত ভাত রেখে উঠে পড়লি যে রে?
মাঃ 'খাবো-খাবো' করলে হাড় গুঁড়ো করবো মেরে!
মুন্‌মুন্‌ঃ কালু, আজ মাংশ নয়– শাক কিনে এনো।
জয়তুনঃ বাবা, কিছু চিংড়ি কিনো মনে ক'রে যেন।
ড্যাডিঃ খোকা, তুই ইশ্‌কুলেতে নিয়ে যাবি টিফিন।
বাবাঃ ছেলেমেয়ে জ্বালিয়ে খেলো, চাই এখন কফিন!
হাজব্যান্ড্‌ঃ টয়োটাতে হাওয়া খাই, চলো নাগো গিন্নী!
স্বামীঃ হাওয়া খাবো কত, ভাত দে না শাকচুন্নী!
ওয়াইফঃ পায়েশটা খেলে কেমন, মিষ্টি নাকি পান্‌সে?
বৌঃ কামাই নেই, ভাত চাস্‌? বেরো পাজী মিন্‌সে!!

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১২/১০/২০০৭

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন